بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِهِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় ইসলাম জীবন্ত ধর্ম, বর্ধিষ্ণু ধর্ম আর এটি ফুলফল বহন করছে সকল যুগেই আল্লাহ্‌তা'লা এর সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন

তাহরিক জাদীদের ৮৬তম বছরের ঈমানোদ্দীপক কিছু ঘটনার বর্ণনা ও তাহরিক জাদীদের ৮৭তম বছরের শুভ সূচনার ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতেপ্রদত্ত ৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্‌হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থাৎ, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রভু প্রতিপালকের সন্নিধানে তাদের পুরস্কার রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা আল্‌বাকারা: ২৭৫)

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্‌তা'লা আর্থিক কুরবানীর প্রতি মু'মিনদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই আয়াতেও আমরা দেখেছি, মু'মিনদের এই বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যে, মু'মিনরা আল্লাহ্‌র পথে দিবারাত্র খরচ করতে থাকে। তারা এই খরচ গোপনেও করে এবং প্রকাশ্যেও। আল্লাহ্‌তা'লার সন্নিধানে এই উভয় রীতি, অর্থাৎ গোপন খরচও এবং প্রকাশ্য খরচও গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে, কেননা আল্লাহ্‌তা'লা অন্যত্র বলেছেন, এসব মু'মিনের আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন। যেমন তিনি বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা খরচ করে, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তারা ব্যায় করে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই, একজন সত্যিকার মু'মিনের পরিচয় এটিই যে, সে পুণ্যকর্ম করবে, নিজের পবিত্র ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে, অহোরাত্র বিভিন্ন পুণ্য সম্পাদনে সচেষ্ট থাকবে, কখনো প্রকাশ্যে পুণ্য করবে আবার কখনো গোপনে সৎকাজ করবে। কখনো প্রকাশ্যে আর্থিক কুরবানী করবে আবার কখনো গোপনে করবে। এসব কুরবানী আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে গৃহীত হয়, তবে শর্ত হলো, এসব কুরবানীর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হয়। যদি শুধুমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাহলে এরূপ কুরবানী আল্লাহ্‌র সন্নিধানে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে না। এসব লোক দেখানো কুরবানীকারীদের কুরবানী তাদের মুখে ছুড়ে মারা হয়। অতএব, এটি হলো সেই চেতনা যা দৃষ্টিপটে রেখে একজন মু'মিনের কুরবানী করা উচিত আর এটিই সেই চেতনা যা দৃষ্টিগোচর রেখে আল্লাহ্‌র কৃপায় জামা'তের সদস্যরা আর্থিক কুরবানী করে থাকেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কতিপয় ত্যাগীলোকের ওপর তাদের কুরবানীর কারণে যে অনুগ্রহ হয়েছে অথবা সম্পদ ব্যয় করার প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে আর এরপর আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে কীভাবে প্রতিদানে সিক্ত করেছেন সে সম্পর্কিত কিছু ঘটনা এখন আমি উপস্থাপন করব।

বয়আত করার পর আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করার জন্য কীরূপ ব্যকুলতা

থাকে–এ সম্পর্কে আলবেনিয়ার মুবাল্লেগ সামাদ সাহেব লিখেন ২০২০ইং এর জলসা সালানার সমাপ্তি ভাষণে আমি আল্লাহ্‌তা'লার কৃপাবারি সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছিলাম, একজন আলবেনিয়ান বন্ধু জাফর কোচি সাহেব তা শুনছিলেন এবং আমি তাতে তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাও বর্ণনা করেছিলাম। আগস্ট মাস পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির কোন আয়-উপার্জন ছিল না। তিনি মুবাল্লিগ সাহেবের নিকট চাঁদার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান। সুতরাং তাকে পুনরায় বিভিন্ন চাঁদা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়, যদিও পূর্বেও বলা হয়েছিল। তিনি বলেন, এরপর ঐ মাসেই তার ফ্ল্যাট ভাড়া হয় এবং তিনি সেটির ভাড়া হাতে পান। সেই প্রথম আয় থেকে তিনি নির্ধারিত হারের চেয়ে অনেক বেশি চাঁদা নিয়ে আসেন। (মুবাল্লেগ সাহেব) বলেন, আমি তাকে বলি, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি অর্থিক কুরবানীকারীদেরকে বর্ধিত দানে ধন্য করেন। তখন উপরোক্ত ব্যক্তি বলেন, আমি সেই নিয়্যতে চাঁদা দেই নি, আমি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চাঁদা দিয়েছি। এই মানসে দিয়েছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অর্থেরও কুরবানী করতে বলেছেন আর এটি ইসলামের আদেশও বটে যে, ধর্মের জন্য আর্থিক ত্যাগস্বীকার কর। এখন তিনি নিয়মিত প্রতি মাসে চাঁদা আদায় করেন।

জার্মানীর উইজবাদেনের একবন্ধু, তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে আসেন এবং বলেন, আমার এসাইলেম কেস এমন একজন জজের কোর্টে রয়েছে যে কেস মঞ্জুর করে না। তাহরীকে জাদীদ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী শুনে আমি সংকল্পবদ্ধ হলাম যে আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার ইউরো আদায় করব। আল্লাহর কাজ দেখুন, আমার কেস সেই জজের হাত থেকে অন্য বিচারকের হাতে চলে যায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে কেস মঞ্জুরও হয়ে যায়। এখন আল্লাহতা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে এসেছি। এরপর তিনি ওয়াদাকৃত অর্থ পরিশোধ করে দেন।

কাদিয়ান থেকে ওয়াকীলুল মাল সাহেব লিখেন, কেরালার কেরোলাই জামাতের এক সদস্যের তাহরীকে জাদীদ চাঁদার পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ রুপি। তিনি কিছু টাকা তার ফার্মের আসবাব ক্রয়ের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। সময়মত টাকা পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে ফার্মের কাজ বন্ধ করে দিতে হতো কিন্তু ঠিক তখনই তাহরীকে জাদীদ চাদা পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছিল। তিনি চাদার গুরুত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে সেই টাকা চাদা হিসাবে আদায় করে দেন। এই আন্তরিক নিষ্ঠার কারণে আল্লাহতা'লা এমন কৃপা করলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদার জন্য উপস্থাপিত টাকার কয়েক গুণ তার একাউন্টে কারো পক্ষ থেকে জমা হয় আর ফার্মের জন্য যেসব জিনিস যোগান দেয়ার প্রয়োজন ছিল তা আনিয়ে নেয়া হয়। এরপর তিনি অনেক বড় অংকের অর্থাৎ কয়েক মিলিয়ন রুপির প্রজেক্ট পান আর নিজ ওয়াদা পুরণের পাশাপাশি একটি বড় অংক তাহরীকে জাদীদের চাদা হিসাবে উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বিশ্বের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালার কৃপায় তাহরিক জাদীদের ৮৬তম বছর ৩১ অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮৭তম বছর শুরু হয়েছে। আল্লাহর অশেষ কৃপায় এবছর বিশ্ব আহমদীয়া জামাত তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ১৪.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য হয়েছে। গতবছরের তুলনায় এ আদায় আট লক্ষ বিরাশী হাজার পাউন্ড বেশি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এবছর তাহরিক জাদীদের খাতে চাঁদা আদায়কারী প্রথম দশ স্থানাধিকারী দেশসমূহের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানি তারপর রয়েছে ইংল্যান্ড এবং এরপর রয়েছে আমেরিকা। পাকিস্তানের নামও মাঝে এসে যায়। আমেরিকা তৃতীয় এরপর কানাডা তারপর রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। এরপর রয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) তাহরিক জাদীদের খাতে কুরবানীর দিক থেকে ভারতের প্রথম ১০টি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো কোইম্বতোর, করোলাই, এরপর কাদিয়ান, পাথ প্রেম, হায়দারাবাদ কিনানূর টাউন, কোলকাতা, কালিকাট, ব্যঙ্গালোর, মাথাটম। প্রথম ১০টি প্রদেশের মধ্যে প্রথম হলো কেরেলা এরপর যথাক্রমে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জাম্মু কাশমির, তেলেঙ্গানা, পাঞ্জাব, উড়িসা, পশ্চিম বঙ্গ, দিল্লি ও মাহারাষ্ট্র। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা এই সকলের ধন ও জনশক্তিতে অসীম কল্যাণ দান করুন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আমি তাহরীক জাদীদের ৮৭তম বছরের সূচনার ঘোষণা দিচ্ছি। ইতোমধ্যে এটি ১লা নভেম্বর থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে।

এখন আমি যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো বর্তমানে আমাদের অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন, দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন। আমরা নিজেদের জন্য এবং জামা'তের জন্য দোয়া করেই থাকি কিন্তু সার্বিকভাবে মুসলমানের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। বর্তমানে কয়েকটি অমুসলিম দেশের নেতারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন। যেসব স্থানে তারা স্পষ্ট বিবৃতি দেন না সেখানেও এসব লোক তাদের হৃদয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সংকীর্ণতা লালন করেন। আবার সাধারণ জনগণের একটি বৃহৎ অংশও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে মুসলিম বিদ্বেষী। যাহোক, দোয়া এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে জগদ্বাসীকে আমাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে? সম্প্রতি এক পশ্চিমা নেতার স্পষ্ট বিবৃতি সামনে এসেছে। এমনিতে রাজনীতির নীতি অনুসারে চাপা ভাষায় ঘুরানো পেচানোভাবে তাদের বিবৃতি আসতেই থাকে, কিন্তু প্রকাশ্যে যদি কোন নেতার বিবৃতি সামনে এসে থাকে তবে তিনি ছিলেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট। তিনি ইসলামকে সঙ্কটের শিকার ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। সঙ্কটে নিপতিত কোন ধর্ম যদি থেকে থাকে তবে সেটি তাদের নিজেদের ধর্ম। প্রথমত তারা কোন ধর্মে বিশ্বাসেই করে না, খ্রিষ্টধর্মকেও ভুলে বসে আছেন। কাজেই এটিই সঙ্কটকবলিত। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় ইসলাম জীবন্ত ধর্ম, বর্ধিষ্ণু ধর্ম আর এটি ফুলফল বহন করছে। সকল যুগেই আল্লাহ্‌তা'লা এর সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন আর এযুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে এর প্রচার ছড়িয়ে পড়ছে।

মূলকথা হলো, ইসলাম বিরোধী শক্তির কিংবা লোকদের এ ধরণের আচরণ ও বয়ানবাজির কারণ হলো তারা জানে, মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক একতা নেই। এখানে আমি অবশ্যই কানাডার প্রধান মন্ত্রীর প্রশংসাবাক্য উল্লেখ করব, কেননা তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বিবৃতির বিপরীতে খুব সুন্দর বিবৃতি দিয়ে বলেন, এসব হলো ভ্রান্তরীতি, এমনটি হওয়া উচিত নয়। পরস্পরের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি এবং ধর্মীয় নেতাদের (সম্মানের) প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। কতই না ভালো হয় যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতারাও কানাডার প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা ও বিবৃতিতে অভিনিবেশ করেন এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে এর অনুসরণ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী প্রশংসার পাত্র এবং তার জন্য আমাদের দোয়াও করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা তার হৃদয়দুয়ার আরো খুলে দিন। যাহোক, এটি স্পষ্ট যে, মুসলমানদের মাঝে একতা নেই আর একারণেই সবকিছু হচ্ছে। প্রতিটি মুসলমান দেশ অপর দেশের বিরোধী। দলাদলি অমুসলিম বিশ্বের সামনে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের মাঝে বিভেদ রয়েছে। জগদ্বাসী যদি জানত, মুসলমান একতাবদ্ধ জাতি আর এক খোদা ও এক রসূলকে মান্যকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে ত্যাগস্বীকার করতে জানে তবে কখনো অমুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে এমন আচরণ প্রদর্শিত হতে পারত না। কখনো কোন পত্রিকা মহানবী (সাঃ)এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপার সাহস পেতো না। কয়েক বছর পূর্বেও ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সে যখন মহানবী (সাঃ)এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয় সেই সময়ও আহমদীয়া জামা'তই সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং তাদের সামনে মহানবী (সাঃ)এর অনুপম আদর্শ উপস্থাপন করেছে। কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত আচরণকে ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলমানদের জন্য সঙ্কট আখ্যা দিয়ে জনগণকে এ মর্মে আরো উত্তেজিত করা যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটি হলো আমাদের যুদ্ধ আর এ যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যাব– এটি কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে শোভা পায় না। এই ব্যক্তিকে ভ্রান্ত কাজে উস্কানীদাতা এরা নিজেরাই। আমি ইতোপূর্বেও বিবৃতি দিয়েছি যে, ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কন করা অথবা মহানবী (সাঃ) এর কোনভাবে অবমাননা করা কোন আত্মাভিমানী মুসলমানের জন্য অসহনীয়। কোন কোন মুসলমানের আবেগ অনুভূতিকে এধরণের কার্যকলাপ বিস্ফোরম্মুখ করে তুলতে পারে আর করেও। এর ফলে যদি কারো হাতে বেআইনী কর্ম সংঘটিত হয়ে যায় আর কেউ যদি আইন নিজ হাতে তুলে নেয় তাহলে এর জন্য দায়ী হবে এসব অমুসলিম বা এসব সরকার কিংবা তথাকথিত স্বাধীনতা যাকে বাকস্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আইনের গন্ডিতে থেকে আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ইসলাম এবং মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র মর্যাদাপরিপন্থি প্রতিটি পদক্ষেপের জবাব দিয়ে থাকি আর দিতে থাকব, এর ইতিবাচক ফলও প্রকাশ পায়। আমরা এ সমাধানই উপস্থাপন করি যে, আইনের গন্ডিতে থেকে আমাদের সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি মহানবী (সাঃ)এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা উচিত, দোয়া করা উচিত। বিগত বেশ কয়েকটি খুতবায় আমি এ বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে অ-আহমদী আলেম সম্প্রদায়ের কঠোর বিবৃতি সত্ত্বেও আমরা ইসলামের সুরক্ষায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি আর যাব ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা। মুসলিম উম্মাহ যদি স্থায়ী সমাধান চায় তাহলে সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সম্প্রতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির বিবৃতির প্রতিবাদে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি বিবৃতি দিয়েছে। এছাড়া আরো দু'একটি দেশ তাদের

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কিন্তু এটি ততটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয় যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একতাবদ্ধ প্রতিক্রিয়া। যদিও বলা হচ্ছে যে, তুরস্ক কিংবা এধরণের অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ফলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি তার বিবৃতি পরিবর্তন করেছে এবং কিছুটা শিথিল করেছে, অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য এমনটি ছিল না বরং অমনটি ছিল। অথচ একই সাথে সে নিজের কথায় অটল রয়েছে, অর্থাৎ আমরা যা করছি তা ঠিকই করছি। কিন্তু যদি ৫৪-৫৫টি মুসলিম দেশ একতাবদ্ধ হয়ে বলতো তাহলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এদিক সেদিকে কথা বলতে পারতো না। তখন তাকে বাধ্য হয়ে ক্ষমা চাইতে হতো এবং নতি স্বীকার করতে হতো।

কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্বে কাভিটের হামলার সময় আমি কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে পুনরায় পত্র প্রেরণ করেছিলাম আর ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকেও লিখেছিলাম। তাতে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর ভাষায় সতর্কও করেছিলাম যে, অন্যায় ও অত্যাচারঅনাচারের কারণেই এসব শাস্তি ও বিপদাপদ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিপতিত হয়ে থাকে। অতএব, আপনাদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটান এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করুন আর সত্যভিত্তিক বিবৃতি দিন। আমাদের যে দায়িত্ব ছিল তা আমরা পালন করেছি এবং করে যাব। এখন বিষয়টি উপলব্ধি করবে কী করবে না তা প্রত্যেক ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ইচ্ছার ওপর নীর্ভর করে কিন্তু দোয়ায় আমরা কোন ক্রমেই উম্মতে মুসলেমার কথা ভুলবো না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে মহানবী (সাঃ)এর নিষ্ঠাবান দাসকেও চেনার সৌভাগ্য দিন। বিশ্ববাসীর মোটের ওপর ভাবা উচিত, তারা যদি আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করছে না। সামগ্রীকভাবে আমাদেরও চেষ্টা থাকা উচিত বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহ্র পতাকাতলে সমবেত করার। এছাড়া মহানবী (সাঃ)এর পতাকাতলে (জগদ্বাসীকে) সমবেত করাই হলো তাহরিক জাদীদের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। এছাড়া পৃথিবীর সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। এই মহামারি থেকে মুক্তি লাভের পরই আবার আরেক আপদ বিশ্বযু দ্ধের রূপে না এদের ওপর আপতিত হয়; অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এরা এদিকে ধাবিত হচ্ছে । বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্ কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন আর তারা যেন এক খোদাকে চিনে তাঁর প্রাপ্য প্রদানে সক্ষম হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
6 November 2020

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org